গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ
পিআইএম রিফর্ম উইং

নং- ২০.০৬.০০০০.৬১৭.১৪.১৮৭.২১/০৪

তারিখঃ ০২ ভাদ্র, ১৪২৮ / ১৭ আগস্ট, ২০২১

বিষয়: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বিদ্যমান ১৭ টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫ টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বাজেট এনটিটির কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ সভার রেকর্ড অব নোটস প্রেরণ।

গত ০৬ জুন, ১৫ জুন এবং ২০ জুন, ২০২১ তারিখে সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ ও সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ মহোদয়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বিদ্যমান ১৭ টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫ টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস বিষয়ে ৩টি অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাত্রয়ের সভার রেকর্ড অব নোটস সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (০৬) পাতা।

১৭/৮/২০২১
(মিথুন পাল দ্বীপ)
গবেষণা কর্মকর্তা
ফোন: ৯১৮০৬৩১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, সংসদ ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৫. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৯. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২১. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২৭. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।
২৮. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩০. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহণ পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৩৪. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৭. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৮. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০. সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, ১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৪১. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪২. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৩. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৪. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪৫. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৭. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৮. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৯. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।
৫১. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫৩. সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫৪. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৭. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৮. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৯. যুগ্ম-প্রধান (সকল)/উপপ্রধান (সকল), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। সদস্য (কার্যক্রম) মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান (কার্যক্রম) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। যুগ্মপ্রধান (পিআইএম রিফর্ম) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। উপ-প্রধান (পিআইএম রিফর্ম) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বিদ্যমান ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/বিভাগ/বাজেট এনটিটির কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ সংক্রান্ত ৩টি সভার রেকর্ড অব নোটস

সভাপতি: জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

সভার তারিখ ও সময়: ১ম দিনঃ ০৬ জুন ২০২১, সকাল- ১১.০০টা

২য় দিনঃ ১৫ জুন ২০২১, সকাল- ১১.০০টা

৩য় দিনঃ ২০ জুন ২০২১, বিকাল- ০৩.০০টা

সভার স্থান: জুম ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম

সভাপতি জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণকারী পরিকল্পনা কমিশন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন যে, স্বাধীনতা উত্তরকাল হতে পরিকল্পনা কমিশন ১৭টি সেক্টরের ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করে আসছে। অন্যদিকে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৩টি সেক্টরের (প্রতিরক্ষা বাদে) ভিত্তিতে প্রণীত হয়। অর্থ বিভাগ, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় প্রশাসনিক ইউনিট (মন্ত্রণালয়/বিভাগ) এর ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করলেও ১৪টি সেক্টরভিত্তিক বাজেট ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে থাকে। এ রকম প্রেক্ষাপটে সেক্টর পুনর্বিন্যাসের একটি প্রস্তাব ২ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় উপস্থাপন করা হয়। এনইসি সভায় এডিপি'র বিদ্যমান ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবনা অনুমোদিত হয় এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপি নতুন সেক্টর অনুযায়ী প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়। এ পর্যায়ে সভাপতি কার্যক্রম বিভাগের যুগ্মপ্রধান জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান-কে বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

২। উপস্থাপনা:

২.১। জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, যুগ্মপ্রধান (কৃষি, শিল্প ও সমন্বয় উইং), কার্যক্রম বিভাগ তাঁর উপস্থাপনায় বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঐতিহাসিকভাবে সেক্টরভিত্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তরকাল হতে পরিকল্পনা কমিশন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ১৭টি সেক্টরের ভিত্তিতে প্রণয়ন করে আসছে। অন্য দিকে, পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৩টি সেক্টরের ভিত্তিতে (প্রতিরক্ষা বাদে) প্রণীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও ১৩টি সেক্টরের ভিত্তিতে (প্রতিরক্ষা বাদে) প্রণীত হয়েছে। অর্থ বিভাগ, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) আওতায় প্রশাসনিক ইউনিট (মন্ত্রণালয়/বিভাগ) এর ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করলেও প্রতিরক্ষাসহ ১৪টি সেক্টরভিত্তিক বাজেট ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে থাকে। কিন্তু এডিপি পূর্বের ন্যায় ১৭টি সেক্টরের ভিত্তিতে প্রণীত হয়ে আসছে, যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এডিপি/আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে এডিপি ১৭টি সেক্টর এবং ৩২টি সাব-সেক্টরের ভিত্তিতে প্রণীত হচ্ছে। তবে ২ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে ১৫টি সেক্টর ও ৭২টি সাব-সেক্টরের ভিত্তিতে প্রণীত হবে। তিনি আরও বলেন যে, অর্থ বিভাগও ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে ১৫টি সেক্টরভিত্তিক বাজেট ডকুমেন্ট প্রস্তুত করবে বলে জানিয়েছে। অতঃপর তিনি নিম্নবর্ণিত এডিপি ও আরএডিপি'র বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সেক্টর বিভাজন অবহিত করেন।

বর্তমান		অনুমোদিত	
এডিপি সেক্টর (১৭)	এডিপি সাব-সেক্টর (৭২)	এডিপি সেক্টর (১৫)	এডিপি সাব-সেক্টর (৭২)
কৃষি (০১)	ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সেচ = ৬টি	কৃষি (০৫)	ফসল (২২), খাদ্য (২৩), বন (২৪), মৎস্য (২৫), প্রাণিসম্পদ (২৬), সেচ (২৭), ভূমি (২৮) =৭টি
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান (০২)	-	স্থানীয় সরকার ও পল্লীউন্নয়ন (০৮)	পল্লী প্রতিষ্ঠান (৩৯), স্থানীয় সরকার (৪০), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৪১), পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক (৪২) =৪টি
পানিসম্পদ (০৩)	-	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানিসম্পদ (০৯)	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (৪৩), পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন (৪৪), পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৪৫) =৩টি

বর্তমান		অনুমোদিত	
এডিপি সেক্টর (১৭)	এডিপি সাব-সেক্টর (৭২)	এডিপি সেক্টর (১৫)	এডিপি সাব-সেক্টর (৭২)
শিল্প (০৪)	রসায়ন ও খনিজ শিল্প, চিনি, খাদ্য ও সহযোগী শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রনিক্স, পাট, বস্ত্র, বেজা ও বেপজা = ৫টি	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪)	রসায়ন ও খনিজ (১৪), চিনি, খাদ্য ও সহযোগী শিল্প (১৫), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (১৬), পাট, বস্ত্র ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ (১৭), ব্যবসা ও বাণিজ্য (১৮), ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রনিক্স (১৯), পর্যটন (২০), শ্রম ও কর্মসংস্থান (২১) =৮টি (পরিবহন সেক্টরের পর্যটন অংশ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টর এ সেক্টরের সাথে একীভূত হয়েছে)
বিদ্যুৎ (০৫)	উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ = ৩টি	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (০৬)	বিদ্যুৎ উৎপাদন (২৯), বিদ্যুৎ সঞ্চালন (৩০), বিদ্যুৎ বিতরণ (৩১), জ্বালানি ও শক্তি (৩২), খনিজ সম্পদ (৩৩)=৫টি
তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ (০৬)	-		
পরিবহন (০৭)	সড়ক পরিবহন, রেল পরিবহন, নৌ-পরিবহন, বিমান পরিবহন = ৪টি	পরিবহন ও যোগাযোগ (০৭)	সড়ক পরিবহন (৩৪), রেল পরিবহন (৩৫), নৌ-পরিবহন (৩৬), বিমান পরিবহন (৩৭), ডাক ও টেলিযোগাযোগ (৩৮)=৫টি
যোগাযোগ (০৮)	-		
ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন (০৯)	-	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি (১০)	ভৌত পরিকল্পনা (৪৬), গৃহায়ন (৪৭), কমিউনিটি উন্নয়ন (৪৮), পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (৪৯)=৪টি
-	-	প্রতিরক্ষা (০২)	সামরিক প্রতিরক্ষা সেবা (০৭), সশস্ত্র বাহিনী (০৮)=২টি
-	-	জনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষা (০৩)	আইন, বিচার ও আদালত (০৯), জননিরাপত্তা (১০), সুরক্ষা সেবা (১১), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক (১২), দুর্নীতি দমন (১৩)=৫টি
শিক্ষা ও ধর্ম (১০)	প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় = ৭টি	শিক্ষা (১৩)	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা (৫৯), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (৬০), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা (৬১), বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা (৬২)=৪টি
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি (১১)	ক্রীড়া, সংস্কৃতি = ২টি	ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন (১২)	ক্রীড়া (৫৪), শিল্প ও সংস্কৃতি (৫৫), যুব উন্নয়ন (৫৬), গণ যোগাযোগ (৫৭), ধর্ম বিষয়ক (৫৮)=৫টি
গণ যোগাযোগ (১৩)	-		
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ (১২)	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ = ২টি	স্বাস্থ্য (১১)	স্বাস্থ্যসেবা (৫০), স্বাস্থ্যশিক্ষা (৫১), পুষ্টি (৫২), জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ (৫৩)=৪টি
সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন (১৪)	সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক, যুব উন্নয়ন = ৩টি	সামাজিক সুরক্ষা (১৫)	সমাজ কল্যাণ (৬৫), মহিলা ও শিশু বিষয়ক (৬৬), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক (৬৭), দুর্যোগ ও ত্রাণ (৬৮), খাদ্য নিরাপত্তা (৬৯), বেকারত্ব (৭০), বার্ধক্য (৭১), প্রতিবন্ধী (৭২)=৮টি
জনপ্রশাসন (১৫)	-	সাধারণ সরকারি সেবা (০১)	আইন প্রণয়ন অংগসমূহ (০১), প্রশাসনিক ও নির্বাহী (০২), ট্রান্সফার পেমেন্ট (০৩), সরকারি দেনা (০৪), সাধারণ সেবা (০৫), আর্থিক, রাজস্ব ও বৈদেশিক সম্পর্ক (০৬)=৬টি
বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (১৬)	-	বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি (১৪)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (৬৩), তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (৬৪)=২টি
শ্রম ও কর্মসংস্থান (১৭)	-	-	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪) সেক্টরের সাথে একীভূত করা হয়েছে

২.২। তিনি উল্লেখ করেন যে, কার্যক্রম বিভাগ এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নে মূলতঃ সমন্বয়ের কাজ করে থাকে। এর সাথে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকে। নতুন পুনর্বিন্যাসিত সেক্টর অনুযায়ী এডিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী এডিপি/আরএডিপি প্রণয়ন করতে হলে স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান সেক্টর বা সাব-সেক্টরের মধ্যে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন পড়বে। পাইলটিংভাবে বিদ্যমান সেক্টর/সাব-সেক্টরের মধ্যে নূন্যতম পরিবর্তনের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন সেক্টর বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

- বর্তমান কৃষি সেক্টরের বন সাব-সেক্টরের আওতাভূক্ত বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকল্পগুলো এবং খাদ্য সাব-সেক্টরের আওতাভূক্ত দূর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ (০৯) সেক্টরের পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন (৪৪) সাব-সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে।

- বর্তমান পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর, পানি সম্পদ সেক্টর এবং ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতাভূক্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো কৃষি (০৫) সেক্টরের ভূমি (২৮) সাব-সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে।

- নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী 'শ্রম ও কর্মসংস্থান' সেক্টর শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪) সেক্টর- এর একটি সাব-সেক্টর বিধায় শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টরের সকল প্রকল্প শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪) সেক্টরের শ্রম ও কর্মসংস্থান সাব-সেক্টরে (২১) স্থানান্তরিত হবে।

- নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী 'পর্যটন' শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪) সেক্টর-এর একটি সাব-সেক্টর বিধায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পর্যটন কর্পোরেশনের সকল প্রকল্প শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা (০৪) সেক্টরের পর্যটন (২০) সাব-সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে।

- বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরের আওতাভুক্ত বাংলাদশ পরমাণু শক্তি কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রুপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন। এ প্রকল্পটি নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানী (০৬) সেক্টরের বিদ্যুৎ উৎপাদন (২৯) সাব-সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে।

- নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক' একটি নতুন সাব-সেক্টর সামাজিক সুরক্ষা (১৫) সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত আছে। কাজেই বর্তমান ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতাভুক্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো সামাজিক সুরক্ষা (১৫) সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক (৬৭) সাব-সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে।

- নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরভুক্ত জনানিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সকল প্রকল্প জনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষা (০৩) সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে।

- নতুন সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরভুক্ত সামরিক প্রতিরক্ষা সেবা ও সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প প্রতিরক্ষা (০২) সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে।

- বর্তমান শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরের আওতাভুক্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন বহির্ভূত প্রকল্পগুলো প্রতিরক্ষা (০২) সেক্টরে এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন বহির্ভূত প্রকল্পগুলো ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন (১২) সেক্টরের ধর্ম বিষয়ক (৫৮) সাব-সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে।

- বর্তমান সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন (১৪) সেক্টরের আওতাভুক্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পগুলো ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন (১২) সেক্টরের যুব উন্নয়ন (৫৬) সাব-সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে।

উপস্থাপনা শেষে এ বিষয়ে তিনি সকলের মতামত/পরামর্শ আহবান করেন।

৩। আলোচনা:

৩.১। আলোচনার শুরুতে সভাপতি বলেন, এডিপি ও আরএডিপি'র পুনর্বিন্যাসকৃত সেক্টর এবং সাব-সেক্টর বিষয়টি গত ০২ মার্চ ২০২১ তারিখের এনইসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে। নতুন যে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ বা যে সকল প্রকল্প চলমান রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে সেক্টর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে শুধু থিমেটিক এরিয়া পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ প্রকল্প এক সেক্টর হতে অন্য সেক্টরে যাচ্ছে কিন্তু প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয় পরিবর্তন হচ্ছে না। অনেক মন্ত্রণালয় রয়েছে যাদের একাধিক সেক্টরে প্রকল্প রয়েছে। সেক্টর পুনর্বিন্যাস এর মাধ্যমে পরিবর্তনের বিষয়টি শুধু একটি থিমেটিক ইস্যু হিসেবে দেখতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, যুগ্মপ্রধান (কৃষি, শিল্প ও সমন্বয় উইং), কার্যক্রম বিভাগ এ প্রসংগে বলেন, অনেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ রয়েছে যাদের প্রকল্পগুলোর সাথে কয়েকটি সেক্টরের সংশ্লেষ থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী প্রকল্পের সেক্টর বা সাব-সেক্টর নির্ধারিত হবে। কার্যক্রম বিভাগ হতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বিদ্যমান ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত একটি পরিপত্র ইতোমধ্যে জারি করা হয়েছে।

৩.২। সেক্টর পুনর্বিন্যাসের পর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের নতুন প্রকল্পগুলো কোন সেক্টরের আওতাধীন হবে-বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির প্রশ্নের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, যুগ্মপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ জানান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রকল্পগুলো পরিবহণ সেক্টর হতে শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা সেক্টরের পর্যটন সাব-সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে। সে অনুযায়ী চলতি অর্থবছর শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ২০২১-২২ অর্থবছর হতে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রকল্পগুলো ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পরিবর্তে শিল্প ও শক্তি বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩.৩। বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, Energy Efficiency নামে নতুন একটি উদীয়মান সাব-সেক্টর রয়েছে। সেক্টর পুনর্বিন্যাসে Energy Efficiency সাব-সেক্টরটি যুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে কার্যক্রম বিভাগ থেকে জানানো হয় যে, এডিপি ও আরএডিপি'র পুনর্বিন্যাসকৃত সেক্টর এবং সাব-সেক্টর গত ০২ মার্চ ২০২১ তারিখের এনইসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে। তবে সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় অনুসারে অনেক কিছুই পরিবর্তন হতে পারে। ভবিষ্যতে নতুন করে এডিপি/আরএডিপি সেক্টর পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে Energy Efficiency সেক্টরটি প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে অন্তর্ভূক্তির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩.৪। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সেক্টর পুনর্বিন্যাসে Blue Economy সাব-সেক্টর যুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে Inter-disciplinary ইস্যু থাকে। কিন্তু প্রকল্পগুলোর উদ্যোগী মন্ত্রণালয় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে তিনি জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট যুগ্মপ্রধান কার্যক্রম বিভাগ বলেন, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হলেও পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পগুলো পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানিসম্পদ সেক্টরের অধীনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন সাব-সেক্টরে স্থানান্তরিত হবে। তাছাড়া Blue Economy মৎস্য নিয়ে কাজ করলে কৃষি সেক্টরের অধীনে মৎস্য সাব-সেক্টরে থাকবে। খনিজ নিয়ে কাজ করলে খনিজসম্পদ সাব-সেক্টরে যাবে। ভবিষ্যতে পুনরায় নতুন করে বিন্যাসের ক্ষেত্রে Blue Economy নতুন সেক্টর হতে পারে। প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে অন্তর্ভূক্তির বিষয় পরবর্তীতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩.৫। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি তাঁর মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো কোন্ কোন্ সেক্টরের আওতাধীন হবে জানতে চাইলে জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, যুগ্মপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ জানান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নেয়া প্রকল্পগুলো আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে যাবে। অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকার প্রকল্পগুলো এবং যে প্রকল্পগুলো সংশোধনের প্রয়োজন হবে সেগুলো পুনর্বিন্যাসকৃত সেক্টরে যাবে কিনা এ বিষয়ে জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান বলেন, যে সমস্ত প্রকল্পের সংশোধন প্রয়োজন সেগুলো ২০২১-২২ অর্থবছরে নতুন বিন্যাস অনুযায়ী নতুন সেক্টরে (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে) পাঠাতে হবে। তখন এ নথিগুলো আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে স্থানান্তর হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, সংশোধিত প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি/টিএপিপি বর্তমান অর্থবছরেই বিদ্যমান যে সেক্টরে প্রকল্পগুলো রয়েছে সে সেক্টরেই অনুমোদন প্রক্রিয়া করতে পারবে। ২০২১-২২ অর্থবছর হতে পুনর্বিন্যাসকৃত সেক্টর অনুসরণ করতে হবে। এ সিদ্ধান্ত সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ সময় জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, যুগ্মপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে।

৩.৬। কার্যক্রম বিভাগের যুগ্মপ্রধান ড. নুরুন নাহার সেক্টর বাউন্ডারি নির্ধারণ করার বিষয়ে জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে সভায় জানানো হয় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই মাস থেকে Sector Boundary নির্ধারণের কাজ শুরু হবে। তবে সকল প্রকল্প সেক্টর পুনর্বিন্যাসের সাথে মিল রেখে করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিছুটা বৈসাদৃশ্য থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া রিফর্ম একটি চলমান প্রক্রিয়া। পরবর্তীতে আরো সুচারুরুপে পুনর্বিন্যাস করা হবে। তবে কিছু দ্বৈততা থাকতে পারে। ২০২১-২২ অর্থ বছর হতে অর্থ বিভাগ ১৫টি সেক্টর অনুযায়ী কাজ করবে। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বাজেট ডকুমেন্ট তৈরী ও অন্যান্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে বৈসাদৃশ্য ছিল, মূলতঃ তা নিরসনের জন্য এই পুর্নবিন্যাস করা হয়েছে। ধীরে ধীরে যখন পরিবর্তন গুলো হবে তখন সেক্টরের এলাইনমেন্ট আরো সুস্পষ্ট হবে। সরকার যেভাবে সেক্টর পুনঃনির্ধারণ করেছে সে অনুযায়ী আগামী অর্থ বছর হতে বাজেট প্রণয়ন হবে।

৩.৭। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি তাঁর বিভাগে যে সাতটি চলমান প্রকল্প রয়েছে সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে জনপ্রশাসন হতে নতুন সেক্টরে অর্থাৎ সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে চলে যাবে কিনা জানতে চাইলে জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, যুগ্মপ্রধান জানান যে, পরিবর্তিত সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রকল্পগুলো পুরাতন জনপ্রশাসন সেক্টর হতে পুনর্বিন্যাসিত সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরে চলে যাবে। ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপিতে সে অনুযায়ীই প্রতিফলিত হবে।

৩.৮। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বিভিন্ন সেক্টরে বিদ্যমান তাঁর মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে কি হবে জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে সভায় জানানো হয় যে, যে সকল প্রকল্প সামরিক বাহিনীরগুলোর নিজস্ব প্রয়োজনে হবে, সাধারণ মানুষ সরাসরি এর উপকারভোগী হবে না-সে সকল প্রকল্প প্রতিরক্ষা সেক্টরে যাবে। আর যে সকল প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে সাধারণ জনগণও অন্তর্ভুক্ত সে সকল প্রকল্পের ধরণ অনুসারে বিভিন্ন সেক্টরে যাবে। যেমন, স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় হলে শিক্ষা সেক্টরে, হাসপাতাল নির্মাণ হলে স্বাস্থ্য সেক্টরে এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত হলে পরিবহন ও যোগোযোগ সেক্টরের ডাক ও টেলিযোগাযোগ সাব-সেক্টরে যাবে।

৩.৯। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের নাম মানানসই নয় বলে উল্লেখ করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন, বর্তমান সেক্টর পুনর্বিন্যাস এনইসি কর্তৃক অনুমোদিত। তাই তা বিদ্যমান থাকবে। পরবর্তীতে সেক্টর বিন্যাসের কোন পরিবর্তন হলে নতুন মতামত বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।

৩.১০। ভূমি মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ কোন্ সেক্টরের আওতাভূক্ত হবে জানতে চাইলে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ভুমি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো কৃষি সেক্টরের অধীনে ভূমি সাব-সেক্টরে যাবে।

৩.১১। নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি বলেন, সেক্টর অনুসারে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোকে নিয়ে একটি চার্ট করা হলে সহজবোধ্য হয়। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান বলেন, প্রকল্পগুলোর প্রকৃতি অনুযায়ী সেক্টর নির্ধারিত হয়। বর্তমান অনুমোদিত সেক্টর বিন্যাস অনুযায়ী একটি মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্প একই সেক্টরে যাবে তা নির্ধারণ করে দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

৩.১২। আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি জানান, তাঁর বিভাগের কিছু প্রকল্প পূর্বে ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন সেক্টরে এবং কিছু প্রকল্প জনপ্রশাসন সেক্টরে ছিল। এখন এ প্রকল্পগুলো কোন্ কোন্ সেক্টরের আওতাধীন হবে জানতে চাওয়ায় সভায় জানানো হয় যে, পুনর্বিন্যাসিত সেক্টর অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগের প্রকল্পগুলো বর্তমান জনশৃংখলা ও সুরক্ষা সেক্টরে যাবে। তবে পূর্বে যে প্রকল্পগুলো জনপ্রশাসন সেক্টরে ছিল সেগুলো সাধারণ সরকারি সেবা সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত হবে।

৩.১৩। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, নতুন এ সেক্টর পুনর্বিন্যাসের ফলে শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টরটি বিলুপ্ত হয়েছে। বিলুপ্ত এ সেক্টরের প্রকল্পগুলো বর্তমানে কোন সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত হবে জানতে চাইলে সভায় জানানো হয় যে, নতুন করে সেক্টর পুনর্বিন্যাস করার কারণে বিলুপ্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টরটি শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা সেক্টরের একটি নতুন সাব-সেক্টর হিসেবে একীভূত হয়েছে বিধায় পূর্বের শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টরের প্রকল্পগুলো বর্তমান শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা সেক্টরের শ্রম ও কর্মসংস্থান সাব-সেক্টরের আওতাধীন হবে।

৩.১৪। সভাপতি মহোদয় বলেন, যে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ যে কোন সময় সেক্টর পুর্নবিন্যাস সংক্রান্ত মতামত পরিকল্পনা কমিশনকে জানাতে পারবে। তাছাড়া সময় সময় প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

৪। আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি জুম প্লাটফর্মে সংযুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বিদ্যমান ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/বিভাগ/বাজেট এনটিটির কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২২.১২.২১

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
সদস্য
কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ